প্রথম আলো

তারিখ 19 JUL 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

'অযোগ্য' ১৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ছাড় পাচ্ছেন

শরিফুজ্জামান ●

বছরের পর বছর 'অযোগ্য' শিক্ষক হিসেবে গণ্য হয়ে আসা বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকেরা শেষ পর্যন্ত বিশেষ বিবেচনায় ছাড় পেতে যাচ্ছেন। তাঁরা ১৭ থেকে ২৫ বছর চাকরি করলেও সরকারের নির্ধারিত দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় তাঁদের ছাড় দেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আজ সোমবার এ বিষয়ে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হতে পারে।

জানা যায়, দেশের নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ২১ হাজার ৫২২ জন শিক্ষকের দক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৭ বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত ১৫ হাজার ৯৩২ জনকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। বাকি পাঁচ হাজার ৫৯০ জন সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ নিলে তাঁদেরও ছাড় দেওয়া হবে।

১৯৯১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রণীত নীতিমালায় বলা হয়, সরকারি অনুদান পেতে হলে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে। কিন্তু ওই সময় ৪৪ হাজার শিক্ষকের এমন যোগ্যতা ছিল না। পরে বেশ কয়েকবার তাঁদের সরকারি শিক্ষকদের মতো যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও তাঁদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য দুইবার সুযোগ দেওয়া হয়। সে সময় উপদেষ্টা পরিষদে সিদ্ধান্ত হয় যে দক্ষতা নিরূপণ পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ না হলে ৩০ জুনের পর (যা এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে) ওই সব শিক্ষক আর বেতনের সরকারি অংশ পাবেন না।

জানা যায়, দক্ষতা নিরূপণ পরীক্ষায় অংশ নিতে ওই শিক্ষকদের অনেকেই এখন আর আগ্রহী নন। অনেকেই চাকরিজীবনের শেষ ভাগে চলে এসেছেন। তাঁদের কয়েকজন দক্ষতা নিরূপণ পরীক্ষা বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেন। ফলে ওই পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠনগুলো দক্ষতা নিরূপণ পরীক্ষা ছাড়াই মানবিক বিবেচনায় ওই সব শিক্ষককে ছাড় দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১৭ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে কর্মরত এবং সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ পাওয়া ১৫ হাজার ৯৩২ জন শিক্ষককে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন বিবেচনা করে বেতনের সরকারি অংশ দেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ পাঠানো হয়েছে। বাকি পাঁচ হাজার ৫৯০ জন শিক্ষক সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে তাঁদেরও ওই সুবিধা দেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বদরুল আলম তরফদারের পাঠানো ওই সারসংক্ষেপ আজ সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপন করা হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে যাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের এ ধরনের সুযোগ না দেওয়াই ভালো। তা ছাড়া এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে তাঁদের আরও সুযোগ দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপস করলে যোগ্য শিক্ষক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে না।

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি অংশের সভাপতি মোহাম্মদ সামসুল আলম বলেন, বিষয়টি শিক্ষকদের জন্য স্পর্শকাতর। তা ছাড়া মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এসব শিক্ষকের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সমিতির পক্ষ থেকে ছাড় দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এত দিন চাকরি করার পর বেশির ভাগ শিক্ষকের দক্ষতায় আর ঘাটতি নেই।